যুগান্তর

তারিখ .... পৃষ্ঠা ... কলাম ....

চবিতে অনুষ্ঠিত বিতর্ক চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে বিজয়ী দল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 'বি'-এর হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন চবি'র উপাচার্য প্রফেসর এজেএম নূরুদ্দিন চৌধুরী -যুগান্তর

চবি 'বি' চ্যাম্পিয়ন : ঢাবির ইমরান শ্রেষ্ঠ বক্তা

চট্টগ্রাম ব্যুরো

উৎসবমুখর পরিবেশে শেষ হয়েছে এলিট পেইন্ট যুগান্তর পঞ্চম আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক চ্যাম্পিয়নশিপের সপ্তাহব্যাপী আয়োজন। গতকাল সোমবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদ মিলনায়তনে সমাপনী আয়োজনে ছিল প্রতিযোগিতার ফাইনাল অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বোপার্জিত স্বাধীনতা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 'বি' দলের মধ্যে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায়

Elite Paint
যুগান্তর
৫ম আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়
বিতর্ক চ্যাম্পিয়নশীপ

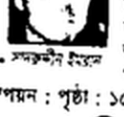

সদরুদ্দীন ইমরান

চ্যাম্পিয়ন : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৩

APR. 23 2002

চ্যাম্পিয়ন : চবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 'বি' বিজয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। শ্রেষ্ঠ বক্তা মনোনীত হন ঢাবি স্বোপার্জিত স্বাধীনতার দলনেতা সাদরুদ্দীন ইমরান।

সংসদীয় পদ্ধতিতে বিতর্কের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল 'নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যতীত নারীর সামগ্রিক ক্ষমতায়ন অসম্ভব'। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 'বি' বিতর্কে সরকারি দল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বোপার্জিত স্বাধীনতা বিরোধী দলের ভূমিকা নেয়। বিতর্কে বিচারকদের মধ্যে ছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. খালেদ মিজবাহুজ্জামান, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোঃ রফিকুল ইসলাম, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকিব মোঃ ইছরুল্লাহ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঞ্জিব কুমার ঘোষ, আবুল বশর মোঃ আবু নোমান ও মঞ্জুরুল আলম। ফলাফলে বিজয়ী দল ৩৫১ এবং বিজিতরা ২৪৮ পয়েন্ট পায়। এতে স্পিকারের দায়িত্ব পালন করেন বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক কাউন্সিলের সভাপতি আল মামুন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এজেএম নুরুদ্দীন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ শামসুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক পর্ষদের উপদেষ্টা হোছাইন কবির, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিইউডিএসের সভাপতি শেখ মোঃ আলতাফুর রহমান। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিইউডিএসের মডারেটর ড. মাহবুবুল হক। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সিইউডিএসের সদস্য সাদিয়া শারমীন পিংকি।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপাচার্য প্রফেসর এজেএম নূরুদ্দীন চৌধুরী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলগুলো এবং সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান এলিট পেইন্ট ও যুগান্তরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এ বিতর্ক প্রতিযোগিতা সবার মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে, শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়েছে। তিনি বিতর্ককে শিক্ষনীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে তা শ্রেণীকক্ষে চর্চার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ শামসুদ্দীন বিতর্ক শিল্পকে আদর্শিক স্থানে পৌঁছে দেয়ার জন্য আন্তঃবিভাগ, আন্তঃহল, আন্তঃঅনুষদ ভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরামর্শ দেন। সিইউডিএসের উপদেষ্টা হোছাইন কবির এদেশের রাজনীতিবিদদের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ এনে সুন্দর ভবিষ্যৎ ও স্বপ্ন দেখার অধিকার প্রত্যাশার জন্য যুবসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে সিইউডিএসের মডারেটর ড. মাহবুবুল হক জানান, সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত বিতর্ক চ্যাম্পিয়নশিপে ২৫টি বিতর্ক, একটি বারোয়ারি বিতর্ক, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, একটি সেমিনার ও আলোচনা সভা এবং একটি সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কে গত ছ'দিনে প্রায় সাড়ে সাত হাজার দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ৩৫ জন শিক্ষক ও সাংবাদিক বিতর্কে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। মোট ২৬ ঘণ্টা বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কের বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল আইন-শৃংখলা, সুশাসন, মুদ্রাবাজার, বিকেন্দ্রীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, কূটনীতি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আমদানি-রফতানি বাণিজ্য, শিশু নির্যাতন, সাম্রাজ্যবাদ, উপমহাদেশের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা, সমকালীন বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও মানবিক বিপর্যয় ইত্যাদি।

অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী সব দলের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। সবশেষে উপাচার্য প্রফেসর এজেএম নূরুদ্দীন চৌধুরী বিতার্কিক, আয়োজক ও শিক্ষকদের সম্মানে এক মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন।

ফাইনাল প্রতিযোগিতা চলাকালে বাণিজ্য অনুষদ মিলনায়তনের ভেতরে-বাইরে দর্শক-শ্রোতাদের দাঁড়ানোর জায়গাও ছিল না।

শেষ দিনের বিতর্কে 'নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যতীত নারীর সামগ্রিক ক্ষমতায়ন অসম্ভব' বিষয়ে উভয় দল এক প্রাণবন্ত বিতর্কে অবতীর্ণ হয়